৪ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২৯ মার্চ ২০০২/১৬ চৈত্র ১৪০৮

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গৌরবদীপ্ত সময়। স্বাধীনতাপ্রিয় নির্যাতিত নিরীহ জনতা পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের জন্য হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা তারা ছিনিয়ে এনেছে। বহমান গঙ্গা ও যমুনার স্রোতে মিশিয়ে দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত। বিনিময়ে একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা, গ্রামের সাধারণ মানুষ চেয়েছে স্বাধীন দেশে একটু শান্তি, সমৃদ্ধি। মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার।

সময়ের স্রোত ধরে মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। কি পেয়েছে এদেশের সাধারণ মানুষ! আজও চলছে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক নিয়ে বিতর্ক। সংসদ, সচিবালয়, অফিসে মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতাদের ছবি টাঙানো নিয়ে চলছে মল্লযুদ্ধ। প্রশ্নের মুখে আজ '৭১। মহান মুক্তিযুদ্ধ। কষ্টার্জিত গণতন্ত্র। নির্বাচনে পরাজিত দল কারচুপির অভিযোগ এনে সংসদ বর্জন করেই চলছে। সরকারি সংসদ সদস্যরা সংসদে আসে না। কোরাম পূরণ হয় না সংসদে। চলছে হরতাল আর জ্বালাও পোড়াও।

হাজার সমস্যায় জর্জরিত এদেশের মানুষ। নিশান পেট্রোল বা V6 পাজেরোয় চড়ে রাজনৈতিক নেতা ঘুরে বেড়ান। অথচ গ্রামের কৃষক তমিজ মিয়ারা বিদ্যুৎ সংকটে পাম্প চালাতে পারে না। সার কেনার টাকা নেই। পায় না ফসলের ন্যায্য মূল্য। দেশে শতকরা ৪২ ভাগ মানুষ এখন দরিদ্র। ৬০ জন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। সন্ত্রাস আমাদের নিত্যসঙ্গী। ক্রমেই যেন আমরা অধপতিত হচ্ছি। বিশ্বের অন্যান্য দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত লয়ে। আজ আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে। সকল হীনম্মন্যতা দূরে ফেলে দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধির কথা ভাবতে হবে। স্বাধীনতা দিবসের এলগ্নে নতুন প্রজন্মের জন্য আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার দীপ্ত শপথ হোক।